হারুণ অল রসিদের বিপদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥হারুণ অল রসিদের বিপদ॥

জানিপুর থেকে দুটি ছেলে পড়তে আসে ইস্কুলে।

এ অঞ্চলে আর ইস্কুল নেই, ওদের বাড়ীর অবস্থা ভালো, যদিও সাতপুরুষের মধ্যে অক্ষর পরিচয় নেই, তবুও বাপমায়ের ইচ্ছে, যখন ধান বেচে কিছু টাকা পাওয়া গেল, তখন ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক। চাষা লোকদের জন্যে লেখাপড়ার দরকার আছে বই কি। ধানের হিসেব, জন মজুরের হিসেব রাখাও তো চলবে।

ওরা আসে মাদলার বিলের ধারের বড় মাঠের ওপর দিয়ে। আজকাল সকালে ইস্কুল, সোঁদালিফুলের ঝাড় দোলে মাঠের মধ্যে, কত কি পাখী ডাকে, বড় বড় খোলাওয়ালা গেঁড়িগুলো বিলের দিকে নামে মাঠের পথ বেয়ে, আশ ধানের জাওলা খায় লুকিয়ে ছাড়া গরুতে। ওরা পরামানিকদের বাগানের আম কুড়োতে কুড়োতে চলে আসে মাঠ ও বাগানের মধ্যে দিয়ে, যদি সামনে বিপিন মাস্টারের বেতের ভয় না থাকতো ইতিহাসের ঘণ্টায়, তবে বড় মজাই হোতো। কিন্তু তা হবার নয়, এমন সুন্দর পথযাত্রার শেষে অপেক্ষা করচে রুক্ষমূর্তি বিপিন মাস্টার ও তাঁর হাতের খেজুর ডালের বেত।

একটি ছেলের নাম হারুণ, আর অপরটির নাম আবুল কাসেম। দুটি বেশ দেখতে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, শান্ত চেহারা, অতি সরল, কলকাতা তো দূরের কথা, মহকুমার টাউন বনগাঁও কখনো দেখে নি। আবুলের হাতে অনেকগুলো পদ্মফুল, মাদলার বিল থেকে তুলেচে, ক্লাসের টেবিল সাজাবে, ফণি মাস্টার ফুল ভালোবাসেন, তাঁকে দিতে হবে।

BANGLADARSHAN.COM

হারুণ বললে—এই আবুল, এঁচড় পাড়বি ?

—কোথাকার রে ?

—চল না, রাস্তার গাছের। ও গাছ তো সরকারী, তুমিও পাড়তে পারো, আমিও পারি।

—কি হবে এঁচড় ? বিপ্‌নে মাস্টারকে দিবি ?

—তাই চল, যাবার সময়ে ওর বাড়ীতে দুখানা বড় দেখে দিয়ে যাই। মারের দায়ে বেঁচে যাওয়া যাবে এখন।

বেত্রভীতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার এ পথ ওদেরই আবিষ্কৃত। যেদিন ওরা এঁচড় দেয়, সেদিন ইতিহাসের ঘণ্টায় ওদের দেখতে পান না যেন বিপিন মাস্টার। অন্য সবাইকে মারেন। ওরা গাছে উঠে দুখানা বড় এঁচড় সংগ্রহ করলে। হারুণ উঠলো গাছে, আবুল রইল নিচে দাঁড়িয়ে। কোষওয়ালা বড় এঁচড়। ইতিহাসের পড়া কারো হয় নি আজ।

রাস্তার ধারে বিপিন মাস্টারের টিনের বাড়ীটা। বাইরে কেউ নেই।

হারুণ ডাকলে—স্যার্, স্যার—

বিপিনের স্ত্রী ঘুমচোখে বাইরে আসতে আসতে বলছিলেন—আপদগুলো সকালবেলাই এসে—

এমন সময় ওদের হাতের এঁচর দেখে থেমে গিয়ে মুখে হাসি এনে, গলার সুর মোলায়েম করে বললেন—কিরে ? এঁচড় ? কোত্থেকে আনলি ?

ওরা এঁচড় ফেলে চলে এলো। বিপিন মাস্টার ইস্কুলে গিয়েছেন ওদের আগে। আজ তাঁরই প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস। একটু দেরি করে ক্লাসে ঢুকলে আট আনা জরিমানা করা তো বাঁধাধরা রুটিনের কাজ।

ওরা ঢুকলো ক্লাসে দুরু দুরু বক্ষে।

বিপিন মাস্টার কড়া সুরে হেঁকে বললেন—এই যে ! হারুণ আর আবুল—এদিকে এসো—

ওদের একজন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। বিপিন মাস্টার বললেন—দেরি কিসের ?

—আজ্ঞে, এঁচড়—

—কি ? এঁচড় ? কিসের এঁচড় ? সরে এসো এদিকে—

পিঠে বেত পড়বার আর দেরি নেই দেখে হারুণ ভূমিকাবাহুল্য না করে সংক্ষেপে আসল কথাটা বলবার চেষ্টায় উত্তর দিলে—আপনার বাড়ীতে এঁচড়—

BANGLADARSHAN.COM

—কি ? আমার বাড়ীতে ? তার মানে ?

—এঁচড় দু-খানা বেশ বড় বড়। আপনার বাড়ীতে দিয়ে এলাম।

—কবে ?

—এখন স্যার। তাইতে তো দেরি হোল—এঁচড় পাড়তে দেরি হোল—

বিপিন মাস্টার উদ্যত বেত্র নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এ যে কত বড় অমোঘ মহৌষধ ওরা দুজনেই তা জানে। বিপিন মাস্টার আর কোনো কথা বললেন না, ওরা দুজনে গট্‌গট্‌ করে ক্লাসের মধ্যে ঢুকে সামনের বেঞ্চির ভালো ছেলে যুগলকে ঠেলে সরিয়ে সেখানে বসবার চেষ্টা করতে যুগল দাঁড়িয়ে উঠে বললে—দেখুন স্যার, আমি কতক্ষণ থেকে বসে আসি এখানে, আমাকে টেনে ওরা বসতে যাচ্ছে এত দেরিতে এসে—

বিপিন মাস্টার মুখ খিঁচিয়ে বললেন—বসতে চাইচে তা হয়েচে কি ? তোমার একার জন্যে বেঞ্চি হয় নি—সরে বসে ওদের বসতে দাও। ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবে—ডেঁপো ছোকরা কোথাকার—

হারুণ এক ঠ্যালা মেরে যুগলকে সরিয়ে সেখানে বসে পড়লো। আবুল বসলো যুগলের ওখানে। যুগল বেচারীকে উঠেই যেতে হোল দুদিক থেকে ঠ্যালা খেয়ে। বিপিন মাস্টার দেখেও দেখলে না। আজ তিন পিরিয়ড বিপিনবাবুর।

ওরা বুঝে-সুজেই আজ এঁচড় এনেচে। তিন পিরিয়ডের ধাক্কা সামলাতে হবে তো। কিন্তু তার চেয়েও বড় ধাক্কা আজ পৌঁছলো এসে। ওরা দুজনে ক্লাসের বাইরে এসে দেখলে একখানা ঘোড়ার গাড়ী স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে।

হারুণ বললে—কে রে ? কে এল ?

আবুল ঠোঁট উল্টে বললে—কি জানি !

এমন সময় ওপর ক্লাসের শিবনাথ মাস্টার বারান্দা দিয়ে আসতে আসতে বললেন—যাও সব ক্লাসে গিয়ে বোসো। ইন্স্পেক্টর বাবু এসেছেন—এখুনি ক্লাস দেখতে আসবেন—

সব ছেলে চুপচাপ ক্লাসে এসে বসে। আবুল ও হারুণ সেই সঙ্গে এসে বসে। ওদের গাঁয়ের পাশে রসুলপুর, সব মুসলমান চাষীদের বাস। সে গ্রাম থেকে পড়তে আসে একটি ওদের বয়সী ছেলে, নাম তার হায়দার আলি। হারুণ বললে—আমাদের পরণে ময়লা কাপড়—

হায়দার বললে—তাতে কি হয়েচে ?

—মার খাবি এখন—

—ইস্ তা আর জানি নে ! মারলেই হলো !

BANGLADARSHAN.COM

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনে ততটা ভরসা ছিল না হায়দারের। ভয়ে ভয়ে সে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো। একটু পরে সাহেবি পোশাক পরা ইন্স্পেক্টর এবং তাঁর পেছনে হেডমাস্টার ওদের ক্লাসে দেখা দিলেন। বিপিনবাবু চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

ইন্স্পেক্টর বাবু বললেন—এটি কোন ক্লাস ? বেশ বেশ। এদের কিসের ঘণ্টা ?

বিপিনবাবু বললেন—ইতিহাসের।

—বেশ বেশ।

পরে হারুণের দিকে চেয়ে বললেন—কি নাম ?

হারুণ ভয়ে ভয়ে বললে—হারুণ অল রসিদ।

—অ্যাঁ ?

—স্যার্, হারুণ অল রসিদ।

—বোগদাদ থেকে কবে এলে ?

—আজ্ঞে স্যার ?

–বলি বোগদাদ ছেড়ে এখানে ছদ্মবেশে নয় তো ?

হারুণ বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। হেডমাস্টার হাসলেন।

–সরে এসো এদিকে। ইতিহাস পড়েচ ?

–আজ্ঞে, স্যার।

–কুতুবুদ্দীন কে ছিলেন ?

হারুণ বললে–রাজা।

–কোথাকার রাজা ? কোথায় থাকতেন ?

–বিলেতে।

–বেশ। আকবর কে ছিলেন ?

হারুণ ভেবে বললে–সেনাপতি–

–কার সেনাপতি ?

BANGLADARSHAN.COM

–রাজার।

–কোন রাজার ?

–বিলেতের।

–বাঃ বাঃ–হারুণ অল রসিদ বোগদাদী, বেশ ইতিহাসের জ্ঞান তোমার। বোগদাদের খবর কি ?

–অ্যাঁ ?

–বলি বোগদাদের খবর কি ?

হারুণ ভাবলে বোগদাদ হয়তো তাদের গ্রামের ইংরেজী নাম। তাই সে বললে–খবর ভালো, স্যার।

হেডমাস্টার ও ইন্‌সেপক্টর হো হো করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে হাসবার ব্যাপার কি আছে, হারুণ তা খুঁজেই পেলে না। বিপিন মাস্টারের দিকে হঠাৎ ওর নজর পড়তেই দেখলে তিনি রোষকষায়িত নেত্রে ওর দিকে চেয়ে আছেন–ওকে গিলে খাবেন এইভাব।

হারুণ ভেবে পেলে না কি এমন অন্যায় কাজ সে করে বোসলো !

বিপিন মাস্টার নিশ্চয়ই চটেছে, ওঁর মুখে তার রেশ আছে।

ইন্‌স্‌পেক্টর ওর দিকে চেয়ে বললেন—বেশ মজার ছেলেটি, সো সিম্পল্‌।

হেডমাস্টার বললেন—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, কিছুই জানে না।

—চলুন, অন্য ক্লাসে যাওয়া যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে হেডমাস্টার এসে ওদের ক্লাসে—পুণ্যশ্লোক নৃপতি হারুণ অল রসিদের নামে তোমার নাম। তাঁর কথা কিছু জানো ? তিনি ছিলেন গরীবের মা-বাপ, ছদ্মবেশে প্রজাদের দুঃখ দেখে বেড়াতেন। শিখে রেখো।

বিপিন মাস্টার ছুটির আগে ওদের ক্লাসে এসে বেত আস্ফালন করে বললেন—সরে এসো এদিকে, মুখ্যুর ধাড়ি। ক্লাসের মুখ হাসিয়েচ আজ। বেত লাগাই এসো। হারুণ কাঁদো কাঁদো মুখে এগিয়ে যেতেই হেডমাস্টারের ঘর থেকে স্কুলের চাকর এসে বললে—হারুণকে ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু ডাকচেন।

কি বিপদেই আজ পড়েচে ও। কার মুখ দেখে না জানি আজ সে উঠেছিল।

অফিসঘরে ওকে ইন্‌স্‌পেক্টর জিজ্ঞেস করলেন—বাড়ী আপাতত কোথায় ?

BANGLADARSHAN.COM

হারুণ ভয়ে বললে—জানিপুর।

—কতদূর এখান থেকে ?

—দু মাইল, স্যার।

—কি খেয়ে এসেচো ?

—পান্তা ভাত।

—মসরুর কোথায় ?

—আজ্ঞে ?

—খোজা মসরুর ?

নাঃ, কি বিপদেই আজ ভগবান তাকে ফেললেন ! এ সব কথা সে জীবনে কখনো শোনে নি। কেন এত বড় বড় লোক খাপছাড়া কথা বলে, কোনো মানে হয় না ? উত্তর দিতে না পারলে এখুনি বিপ্‌নে মাস্টার বেত উঁচিয়ে আসবে মারতে।

হারুণের মুখ শুকিয়ে গেল। ও করুণ নয়নে একবার ইন্‌স্‌পেক্টরবাবুর দিকে চেয়ে দেখে চোখমুখ নিচু করলে। একবার এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে বিপ্‌নে মাস্টারটা ওঘরে কোথাও আছে নাকি। সকালের এঁচড় পাড়া আজ একেবারে মাঠে মারা গেল ! অদৃষ্ট আর কাকে বলে ? নাম রেখেচেন তার বাপ মা, তার কি দোষ ?

কখন তার চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ওর অজ্ঞাতসারে।

ইন্‌স্‌পেক্টরবাবু বললেন—কেঁদো না খোকা। যাও, বাড়ী যাও। তোমার নামটা খুব বড় একজন ভালো লোকের নাম। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ লোক, বুঝলে, যাও—

স্কুল থেকে বাড়ী যাবার পথে আবুল বললে—এঁচড় আজ না দিয়ে কাল দিলেই হোত। আজ তো পড়াই হোল না। তোকে কি বলছিল রে ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু ?

হারুণ বললে—তুই পাড়্‌গে যা এঁচড়। বিপ্‌নে মাস্টারকে আজ এখুনি চার-পাঁচখানা দিয়ে আসি। কাল নইলে আজকের শোধ তুলবে। কি মুশকিলে পড়েছিলাম আজ বল্‌ তো !

বেলা দুপুর উত্তীর্ণ হয়ে গেলে দুজনে বাড়ী পৌঁছল।

BANGLADARSHAN.COM